মাজলঙে সেনাদের প্রমোশনের বলি নিরীহ লোকজন

১ম পাতার পর

মঙ্গল কান্তি চাকমা (২৯) পিতা জুয়েলা চাকমা, গ্রাম কৃপাপুর, থানা দিঘীনালা।

গ্রেফতারের আগ পর্যন্ত তারা দুজনই দীর্ঘদিন ধরে মাচালং এলাকায় পার্টির কার্যক্রম চালাচ্ছিলেন। এলাকার পাহাড়ি বাঙালী সবার কাছে তারা পরিচিত মুখ এবং এমনকি সেনাবাহিনীও তাদের কাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তারা প্রকাশ্যে মাচালং বাজার এলাকায় থাকেন। সুতরাং তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাওয়ার দাবি স্রেফ মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

সত্যি বলতে কি সেনারা কয়েকবার তল্লাশী করেও কোন বাড়ি থেকে কোন অস্ত্র পায়নি।

আটকের পর তাদেরকে রাঙামাটি জেলে পাঠানো হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যাভাবে মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এটা ছিল একটা সাজানো নাটক

"অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ সন্ত্রাসী আটকের" ঘটনা যে সাজানো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঘটনার আগের ঘটনায় তা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

গত ১৪ জুন বাঘাইহাট জোনের কমান্ডিং অফিসার (সিও) লেঃ কঃ আব্দুর রব খান এক বাঙালী ব্যবসায়ী রফিককে ইউপিডিএফ কর্মী সুগত চাকমার কাছে (যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে) পাঠান। উক্ত রফিক সুগত চাকমাকে জানান "সিও সাহেব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন একটা ম্যাসেজ দেয়ার জন্য। ২০ বেঙ্গল খুব শীঘ্রই বদলী হচ্ছে। সিও সাহেবও বদলী হবেন। যদিও তিনি দীর্ঘদিন ধরে এখানে আছেন, তিনি আজ পর্যন্ত কোন কাজ দেখাতে পারেননি। বিশেষত তিনি তার থাকাকালীন কোন অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেননি। এটা তার প্রমোশনের জন্য একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য তিনি বদলীর আগে একটা সফল অপারেশন দেখাতে চান। সিও সাহেবের প্রস্তাব হলো আপনি এবং আপনারা লোকজন দুইটা বা তিনটা দেশীয় তৈরি বন্দুক, কিছু গোলা বারুদ, সামরিক পোশাক এবং হাঁড়ি পাতিল, এটা-সেটা গোপনে একটি জুম ঘরে রেখে আসবেন। একটি নির্দিষ্ট দিনে তিনি তার সৈন্যদের নিয়ে সেখানে গিয়ে সেগুলো উদ্ধার করে নিয়ে আসবেন এবং সন্ত্রাসীদের আস্তানায় হানা দিয়ে তিনি এসব পেয়েছেন বলে প্রচার করবেন। এটাই সিও সাহেব আপনাকে বলতে বলেছেন। তিনি এও বলতে বলেছেন যে যদি আপনি তার কথা মোতাবেক কাজ না করেন তাহলে তিনি দেখিয়ে দেবেন কিভাবে আপনি এ এলাকায় কাজ করেন।"

সুগত চাকমা তাৎক্ষণিকভাবে সিও সাহেবের ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং জানান যে সিও সাহেবের জন্য বন্দুক ও গোলা বারুদ খুঁজে নিয়ে সেগুলো গোপনে কোথাও রেখে আসার সময় তার নেই, কারণ তিনি সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত।

তার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে সিও সাহেব রাগান্বিত হন। তিনি একে তার আত্মমর্যাদায় আঘাত হিসেবে নেন এবং দেখিয়ে দেবেন বলে ঘোষণা দেন। পরবর্তী ঘটনা সাক্ষ্য দেয় যে তিনি তার কথা রেখেছেন। সুগত চাকমা সহ আরো ৬ জনকে তিনি গ্রেফতার করেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

সুগত চাকমাদের গ্রেফতারের পর সিও সাহেব ইউপিডিএফ কর্মিদের কাছে রফিককে আরো একবার পাঠান অন্য একটি প্রস্তাব দেয়ার জন্য। তিনি প্রস্তাব দেন যে যদি ইউপিডিএফ তাকে দুইটি এসএমজি দেয় তাহলে তিনি সুগত চাকমা ও অন্যান্যদেরকে ছেড়ে দেবেন। তার এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হয়, কারণ দুইটা এসএমজি ইউপিডিএফ কর্মীরা কোথা থেকে জোগাড় করবে?

আটককৃত ইউপিডিএফ সমর্থকদের পরিচিতি

উক্ত ঘটনায় যে ৫ জন ইউপিডিএফ সমর্থক গ্রেফতার হন তারা হলেন, মাচালং এর এগোজ্যাছড়ি গ্রামের ধনশুলা চাকমা (২৮) পিতা সুনীল বরণ চাকমা, অমর চান চাকমা (২২) পিতা ইন্দ্রা চাকমা, লক্ষী রঞ্জন চাকমা (২০) পিতা কৃষ্ণ মোহন চাকমা এবং দিঘীনালার মেরুং গ্রামের বিপুল চাকমা (১৭) ও দিঘীনালার বোয়ালখালি গ্রামের বাঁশী চাকমা (১৮)।

শারীরিক নির্যাতন

সেনারা অনুমানিক ২০ ব্যক্তিকে মারধর করে। যারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তারা অনেকে দূর এলাকা থেকে বাজারে এসেছিলেন।

শারীরিক নির্যাতনের শিকার তিন ব্যক্তির পরিচয় জানা গেছে। এরা হলেন মিলন পাড়া গ্রামের বিপন চাকমা (২৫) পিতা ধন লাল চাকমা, এগোজ্যাছড়ি গ্রামের রত্নো মনি চাকমা (২০) পিতা সাধন ময় চাকমা এবং রাঙামাটির বাদুখালি গ্রামের নকুল মনি চাকমা (২৫) পিতা উকো চুলো চাকমা।

একদিনের আটক

এছাড়া সেনারা ২৫ জন গ্রামবাসীকে একদিনের জন্য আটক করে রাখে। তাদের চার জনের নাম জানা গেছে। এরা হলেন হরেন্দ্র ত্রিপুরা (১৬) পিতা কৃষ্ণো রাম ত্রিপুরা, কিরণ ত্রিপুরা (৪২) পিতা অজ্ঞাত, ফুলেশ্বর কার্বারী (৩৬) পিতা নৃপেন্দ্র চাকমা এবং জ্ঞানধন চাকমা (৩৭) পিতা খুলিয়া চাকমা। তারা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের লোক।

বৌদ্ধ মন্দির অপবিত্রকরণ

সেনারা জুতা পায়ে ও অস্ত্র শস্ত্রসহ বৌদ্ধ মন্দিরে প্রবেশ করে ও তল্লাশী চালায়। বিহারাধ্যক্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষু তার প্রতিবাদ করলে কোন ফল হয়নি।

বৌদ্ধ মন্দিরে জুতা পায়ে কিংবা আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রবেশ নিষিদ্ধ। এটা অমান্য করা মানে ধর্মীয় অবমাননা। তল্লাশীতে সেনারা বেআইনী কোন কিছু পায়নি।

ঘটনা - ২

অন্য এক ঘটনায় গত ৬ আগষ্ট সেনা সদস্যরা সাজেক এলাকার মাচালঙে অল্প বয়সী দুই ইউপিডিএফ সমর্থককে আটক করে রাঙামাটি জেলে প্রেরণ করে।

এই দুই জন হলেন, শান্ত চাকমা ও আইবন চাকমা। তাদের বয়স ১৪ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। তাদেরকে প্রকাশ্য দিবালোকে মাচালং বাজার থেকেই আটক করা হয়।

এরা কয়েক মাস আগে পার্টিতে যোগ দেবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ইউপিডিএফ যেহেতু সাধারণত কম বয়সীদের পার্টিতে ভর্তি করে না (কতিপয় বিশেষ অবস্থা ছাড়া) সেহেতু তাদের ভর্তি বিবেচনাধীন ছিল। এ অবস্থায়ই তাদের গ্রেফতার করা হয়।

অথচ তাদের গ্রেফতারের খবর খুবই বিকৃতভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তাদের বয়সও অনেক বেশী দেখানো হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক নিউ এজ এর ৭ আগষ্ট সংখ্যায় বলা হয়:

"নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা শনিবার ভোররাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার মাচালং জঙ্গলে হানা দিয়ে দুই জন সন্ত্রাসীকে আটক ও অত্যাধুনিক অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর সূত্রগুলো এ তথ্য জানিয়েছে।

তারা আরো জানান, ম্যাগাজিনে ২৪ রাউন্ড গুলি ভর্তি অবস্থায় একটি একে ৪৭ রাইফেল ও ম্যাগাজিনে ৭ রাউন্ড গুলি ভর্তি অবস্থায় একটি ৭.৬২ মিলিমিটারের রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে।"

সেনাবাহিনী কর্তৃক সরবরাহ করা তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা এই রিপোর্টে সত্যতার কণামাত্রও নেই। উপরে যেমনটা বলা হয়েছে, ঐ দুই কিশোরকে জনঅধ্যুষিত এলাকা থেকে দিনের বেলায় আটক করা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে কোন ধরনের গোলা বারুদ ও অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া যায়নি। এলাকার লোকজনের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদে এ কথা জানা গেছে।

রিপোর্ট: ১০ আগষ্ট

সাজেক-এ উচ্ছেদ অভিযান কিসের আলামত?

১ম পাতার পর

যে মুখ সহজেই লুকিয়ে রাখা যাবে?

এভাবে কেন অত্যাচার করা হচ্ছে এ প্রশ্নের জবাবে বিডিআর সদস্যরা শুদ্ধ বাংলায় জবাব দেয় "বিষয়টা আমরাও জানি না। এভাবে অত্যাচার করার কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। কিন্তু আমরা হুকুমের গোলাম। আমরা চাকুরী করি। হুকুম মত কাজ না করলে আমাদের চাকুরীতে লাল বাতি জ্বলবে। চাকুরী রক্ষার স্বার্থে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই অত্যাচার করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। আপনারা বাঘাইহাট আর্মি জোন হেড কোয়ার্টারে যান। সিও সাহেবকে (বাঘাইহাট জোন কমান্ডার ২০ বেঙ্গল) আপনাদের দুঃখের কথা বুঝিয়ে বলুন। তার নির্দেশেই আপনাদের ওপর এসব অত্যাচার করতে হচ্ছে।" বাড়িঘর ভেঙ্গে দেওয়ার সময় অনেক বিডিআর সদস্যকে এমনও বলতে শুনা গেছে যে, (আল্লাহর উদ্দেশ্যে) এই অপকর্মের জন্য তারা নিজেরা দায়ী নয়। সব গুনাহ্ (পাপ) তাদের না হয়ে যেন আর্মিদের হয়। তারা আর্মিদের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য ভাষায় গালি গালাজও করে। বিডিআর সদস্যরা গ্রামবাসীদের এও ব্রিফ করেছে যে, কোন উর্দ্ধতন সেনা কর্মকর্তা আসলে যাতে সবাই গিয়ে তাদের (বিডিআরদের) বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ তুলে। তা না হলে নাকি পাহাড়িদের যে ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে সর্বশান্ত করা হয়েছে তা সিও সাহেব বিশ্বাস করবে না। আর তাকে অত্যাচারের খবর শুনিয়ে খুশী করতে না পারলে তাদের চাকুরীর ঘটিতে বারটা বাজবে।

বাস্তবে, কলংকের কালিমা ঢাকা দেয়ার মহান উদারতা (!) দেখানোর জন্য সেনাবাহিনীরা বিডিআরদের দিয়ে এই মহৎ (!) কার্য কৌশলেই সম্পাদন করছে। আমাদের গর্বিত সেনাবাহিনীর একি মহানুভবতা? দেখাচ্ছো, সবাই শুদ্ধ, কমলাক, করল্লাছড়ীর পাহাড় জঙ্গল কেটে হেলিপ্যাড তৈরি করা হচ্ছে। আর্মি-বিডিআর-এর যদি মহারথিরা নাকি পাহাড়িদের উচ্ছেদ কার্যক্রম দ্রুত এবং যথাযথ চলছে কিনা তা সরেজমিনে দেখতে আসবেন। বড় সাহেবের সন্তুষ্টি করতে নিম্ন লেভেলের সেনাকর্তাদের তাই এত ব্যস্ততা। কিন্তু আসলে যে নিজ হাতে কাজ করছে তা নয়। মরার উপর খাড়ার ঘা। ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে যাদেরকে পথে বসানো হয়েছে সেই হতভাগাদের দিয়েই জোর করে বেগার খাটিয়ে হেলিপ্যাড নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজ করানো হচ্ছে। এর চেয়ে বড় নির্মমতা আর কি-ই হতে পারে? বর্ষা বাদলের দিনে ঘরবাড়িহারা সহায় সম্বলহীন এই মানুষগুলোর আশ্রয় কোথায়? কে শোনাবে তাদের একটু আশার বাণী? যারা রক্ষা করবে তারাইতো এখন যম।

এবার দেখা যাক এই অত্যাচারিত হতভাগা মানুষগুলো কারা। এরা সবাই ভেঙে, মিইনী, কাচালং থেকে ১৯৬১-৬২ সালে কাপ্তাই বাঁধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত, না হয় ৮০'র দশকে আর্মি ও বহিরাগত বাঙালী দ্বারা সর্বস্ব হারানো উদ্বাস্তু। তাদের জমি-জমা, ভিটেমাটি কর্ণফুলির হ্রদ পানির নীচে, না হয় সেটলার বাঙালীদের দ্বারা বেদখল হয়ে গেছে অথবা, কোন আর্মি ক্যাম্পের দখলে। তাদের নিজস্ব ভিটেমাটি এখন নিজের বলে দাবী করার কথাতো বাদ একটিবার দেখে আসার অবস্থাও নেই। সব বেদখলে চলে গেছে। তাদের নিজস্ব ভিটেমাটি, জমি-জমা, বাগান-বাগিচা, সাজানো সংসার এখন সবই স্বপ্ন, সবই ইতিহাস, সবই শকুনের পেটে। জন্মভূমির মায়া বড় মায়া। সেই মায়ার জাল ছিন্ন করে শুধু জীবনটা নিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে এই সাজেক ও শিজক এলাকায়। দুর্বিসহ জীবন যাত্রায় এই দুর্গম পাহাড়ে সাথে কেউ আসে না। জীবন রক্ষার তাগিদে এই অসহায় মানুষগুলো আশ্রয় নিয়েছে এখানে। কিন্তু শকুন যেন তাদের পিছু ছাড়ছেনা। অত্যাচার তাদের তাড়া করে ফেরে। পাহাড় জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েও সেই একই আর্মি-বিডিআর সদস্যরা (যাদের ভয়ে বসতভিটা হারাতে হয়েছে) আবার তাদেরকে এখান থেকেও উচ্ছেদ করছে। তারা এখন যাবেন কোথায়?

এখনো অনুদ্ঘাটিত হলেও সরকার হয়ত উচ্ছেদ অভিযানের স্বপক্ষে এই যুক্তি দেখাতে পারে যে, রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায় যারা বসবাস করছে বন সংরক্ষণের তাগিদে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে যদি এই পদক্ষেপ হয় তাহলে সরকারকে সাধুবাদ। সংরক্ষিত বনাঞ্চল রক্ষা করা সকলের নাগরিক দায়িত্ব। কিন্তু এক সম্প্রদায়কে উচ্ছেদের সাথে সাথে আরেক সম্প্রদায় পুনর্বাসন এ কোন বন বা পরিবেশ রক্ষা? বাঘাইহাটের নিকটবর্তী সংরক্ষিত বনাঞ্চলে শত শত বাঙালী পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। বাঙালী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চলছে নন্দরাম, টাইগার টিলা, মাজলং ইত্যাদি এলাকায়ও। তাহলে পাহাড়িরা বন ধ্বংস করছে বলে কি তাদেরকে উচ্ছেদ করে বন রক্ষার জন্য বাঙালীদেরকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে? সাজেক রাস্তাটা খুঁড়ি করা হচ্ছে বনকে আবাদ করার জন্য? সংরক্ষিত বনাঞ্চল জুড়ে যে ব্যাঙের ছাতার মতো আর্মি-বিডিআর ক্যাম্প হয়েছে সেগুলো করা হয়েছে কি মাটির নীচে নাকি আকাশে যাতে সবুজ বনে আঁচড় না লাগে? মূল কথা, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পাহাড়িদের উচ্ছেদ ও বাঙালীদের পুনর্বাসনের সুদৃঢ় প্রণয়নের অংশ হিসাবেই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে। এ অত্যন্ত অন্যায়, এবং এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত।

বাঘাইছড়িতে বিডিআর সদস্যদের

১ম পাতার পর

বন্যাকালীন সময়েও তারা প্রতি হাজার বাঁশ হতে ১৫০ টাকা করে চাঁদা আদায় করছে। দৈনিক যত টাকা চাঁদা আদায় করে বিকেলে তার ভাগ-বাটোয়ারা হয়। ভাগ-বাটোয়ারা করতে গিয়ে তাদের মধ্যে মারামারি বাক বিতন্ডা হয়ে থাকে।

সীমান্ত রক্ষার নামে এসব বিডিআর সদস্যরা সরকারের তহবিল থেকে নিয়মিত বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার পরও এভাবে চাঁদাবাজি করায় জনমনে ক্ষোভ বিরাজ করছে। অন্যদিকে বাঘাইছড়ির মতো জায়গায় বিডিআর ক্যাম্প স্থাপনের কোন যৌক্তিকতা নেই বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। কারণ বাঘাইছড়ি থেকে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সীমান্ত অনেক দূরে। চোরাচালান কিংবা বিদেশী রাষ্ট্রের আক্রমণের হুমকিও সেখানে নেই। ফলে বিডিআর ক্যাম্পটি স্থাপন বিডিআর সদস্যদের চাঁদাবাজির সুযোগ করে দিয়েছে মাত্র। *রিপোর্ট: ১০ আগষ্ট*

মাচালঙে কল্পনার অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌস!

১ম পাতার পর

বাঘাইছড়ির আইছড়ি ক্যাম্পে থাকাকালে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। তার অত্যাচারে লোকজন ছিল অতিষ্ঠ। কল্পনা চাকমাকে ১৯৯৬ সালের ১১ জুন রাতে অপহরণের কয়েক মাস আগে তিনি [illegible] গ্রামবাসীর ৯টি বাড়িতে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। কল্পনা চাকমা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

কল্পনা চাকমার চিহ্নিত অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌস ও তার দোসরদের বিচার না হওয়ায় জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ রয়েছে। কয়েক বছর আগে অপহরণের তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়া হলেও তা এখনো প্রকাশ করা হয়নি। অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার বদলে তাদেরকে রক্ষা করা হয় ও পদোন্নতির মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হয়, যা অবাধে সন্ত্রাসে সেনা সদস্যদেরকে উস্কানি দেয়ার শামিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের অধিক গণহত্যা সংঘটিত হলেও এর সাথে জড়িত কোন সেনা সদস্য কিংবা সেটলারের বিচার ও শাস্তি হয়নি। গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে এ তথ্যটি স্থান পাওয়ার যোগ্য বটে।

রিপোর্ট: ৫ আগষ্ট

সাজেক-এর নন্দরামে এক সেটলার পরিবার পুনর্বাসিত

১ম পাতার পর

নন্দরামে সেনাক্যাম্প নির্মাণ ও সেটলার পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। এছাড়া সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের সদস্যরা বাঘাইহাট থেকে সাজেক এর ভারত সীমান্ত পর্যন্ত একটি নতুন রাস্তা তৈরি করছে। বর্তমানে রাস্তাটি বাঘাইহাট থেকে নন্দরাম পর্যন্ত পাকা করা হয়েছে, নন্দরাম থেকে মাচালং পর্যন্ত ইট বিছানো হয়েছে এবং মাচালং থেকে কমলাক পর্যন্ত মাটি রাস্তা করা হয়েছে। কমলাক থেকে আন্তর্জাতিক সীমানা পাহাড় ও কমলাক পথ থেকে আনুমানিক ৫/৬ কিলোমিটার দূরে। সোজা পথে এই দূরত্ব অনেক কম হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের শেষ কয়েকটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে একটি এই সাজেক অঞ্চলে অবস্থিত। নির্বিচারভাবে গাছ কর্তন ও জুম চাষের ফলে বহু এলাকা বৃক্ষশূন্য হয়ে পড়েছে। খাগড়াছড়ি, দিঘীনালা, বাঘাইছড়ির বিভিন্ন এলাকা থেকে সামরিক বাহিনীর অত্যাচারে উদ্বাস্তু হওয়া কয়েক শত পরিবার সেখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে এলাকার পরিবেশের ওপর চাপ পড়ে। কারণ জুম চাষ ছাড়া তাদের অন্য কোন অবলম্বন নেই। নতুন করে সাজেক এলাকায় জনবসতি গড়ে তোলা হলে দু'এক দশকের মধ্যেই ঐ এলাকার পুরো বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাবে। ফলে দেখা দেবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিভিন্ন প্রজাতির পাক পাখালি ও বন্য জন্তুর অস্তিত্বও বিলীন হয়ে যাবে। সর্বোপরি সেখানে থেকে উদ্বাস্তু হবে সংখ্যালঘু পাংখোয়া জাতিসহ চাকমা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর পরিবার।

সাজেক এর বনাঞ্চল রক্ষার জন্য সরকারের যা করা দরকার তা হলো বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্বাস্তু হওয়া যে সব পরিবার সেখানে আশ্রয় নিয়েছে সে সব পরিবারকে পুনর্বাসন করা। জনসংহতি সমিতি চুক্তির পর তাদেরকে বাঘাইছড়ি নিয়ে আসে পুনর্বাসনের আশ্বাস দিয়ে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদেরকে পুনর্বাসন করা দূরের কথা, আভ্যন্তরীণ শরণার্থী হিসেবেও তাদের নাম ওঠানো হয়নি। বাঘাইছড়িতে থাকাকালে তাদেরকে জেএসএস কিংবা সরকার কেউই রেশনের ব্যবস্থা করেনি। ফলে কয়েক মাস অনাহারে অর্ধাহারে কাটানোর পর তারা আবার সাজেক এলাকায় ফিরে যেতে বাধ্য হন।

ইউপিডিএফ সাজেক এলাকায় জুম চাষ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। ফলে বিগত বছরের তুলনায় এ বছর জুম চাষের মাত্রা অনেক কমে এসেছে।

রিপোর্ট: ১ আগষ্ট